অপর

আন্তর্জালিক পত্রিকা

২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষ

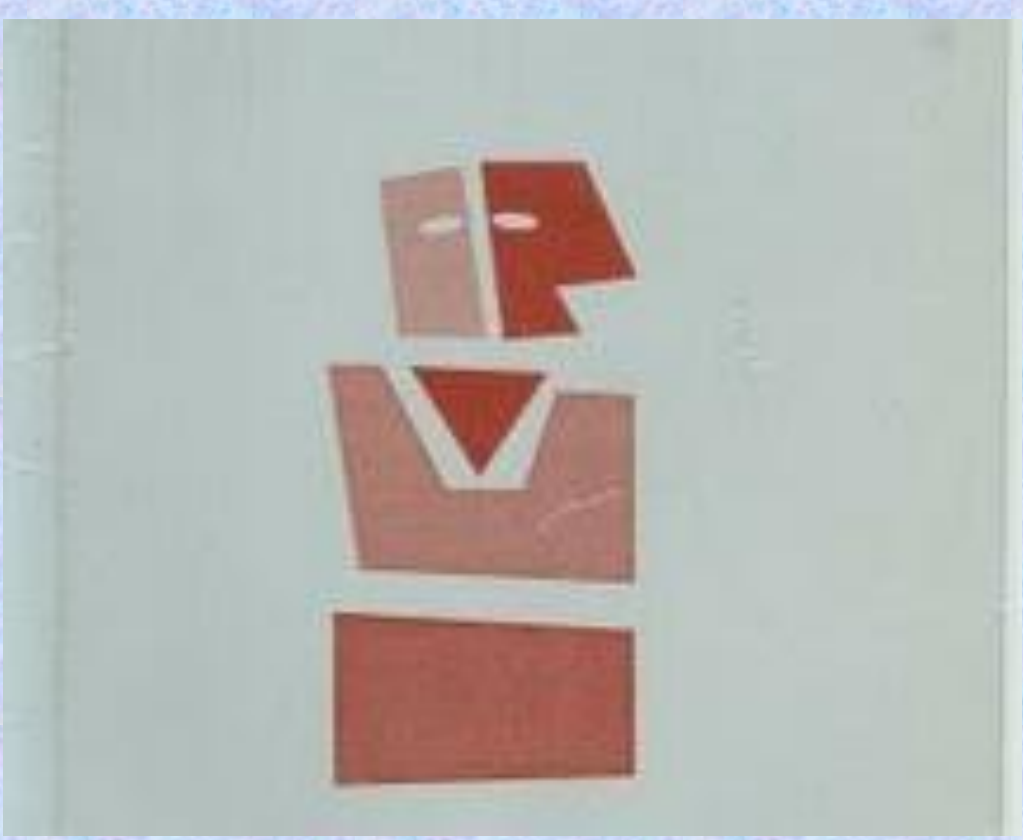

বাংলা বিভাগ

হাজী এ কে খান কলেজ

সম্পাদকীয়

প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও হাজী এ কে খান কলেজের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে আন্তর্জালিক পত্রিকা 'অপর' প্রকাশিত হল। শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীলতা ,বোদ্ধিক বিকাশ , চিন্তাধারা বিকশিত হয় সেই দিকে লক্ষ্য করেই এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ।আগামীতে এই পত্রিকা আরও দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এই আশা করি।

বিনীত –
আব্দুর রাজ্জাক (অধ্যাপক)
বাংলা বিভাগ

প্রিন্সিপালের ডেস্ক থেকে

হাজী এ.কে. খান কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে, বাংলা বিভাগের ই-ম্যাগাজিনের বার্ষিক সংস্করণের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করে। এই প্রকাশনাটি শুধুমাত্র আমাদের শিক্ষার্থীদের উৎকর্ষতা এবং সৃজনশীলতা শুধু প্রদর্শনই করে না বরং আমাদের শিক্ষাগত যাত্রাকে একসাথে প্রতিফলিত করে।

এই পত্রিকার প্রতিটি পৃষ্ঠা আমাদের প্রতিষ্ঠানকে সংজ্ঞায়িত করে ,সেই নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম এবং আবেগের প্রতিধ্বনি করে। এটি চিন্তার বৈচিত্র্য এবং অনুসন্ধানের গভীরতাকে আলোকিত করে যা আমাদের শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিভাবান পরামর্শদাতাদের দ্বারা পরিচালিত

আসুন আমরা শেখার এবং বৃদ্ধির এই পরিবেশকে লালন করা চালিয়ে যাই, একে অপরকে অন্বেষণ করতে, উদ্ভাবন করতে এবং বৃহত্তর ভালো অবদান রাখতে উত্সাহিত করি। এই ম্যাগাজিনটি অনুপ্রেরণার আলোকবর্তিকা এবং আমরা কী অর্জন করতে পারি তার অনুস্মারক হিসাবে কাজ করুক।

শুভেচ্ছা

ডঃ গৌতম কুমার ঘোষ
অধ্যক্ষ ,হাজী এ কে খান কলেজ

বাংলা বিভাগ থেকে

মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার হাজী এ কে খান কলেজের বাংলা বিভাগ একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাহিত্য ও ভাষা অধ্যয়নের প্রচারের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বিভাগটি এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা থেকেই ২০০৮ সালে যাত্রা শুরু করে। নিবেদিত শিক্ষকরা তাঁদের দক্ষতা এবং উত্সাহ শ্রেণীকক্ষে নিয়ে আসে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি গতিশীল এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উদ্দীপক শেখার পরিবেশ তৈরি করে। বিভাগটি শ্রেণীকক্ষ, আইসিটি শ্রেণীকক্ষ, একটি বিভাগীয় গ্রন্থাগার দিয়ে সজ্জিত এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি ডিজিটাল সম্পদের একটি বিস্তৃত সংগ্রহে সজ্জিত রয়েছে। শিক্ষাবিদদের পাশাপাশি, বাংলা বিভাগ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। কলেজে প্রায়ই সেমিনার, কর্মশালা, এবং সাহিত্য ইভেন্টের আয়োজন করে, বিখ্যাত পণ্ডিত এবং লেখকদের শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এই ক্রিয়াকলাপগুলি কেবল শিক্ষার্থীদের সাহিত্য বোঝার উন্নতি করে না বরং সৃজনশীলতা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনাকেও উৎসাহিত করে।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	লেখক	পৃঃ
1	অপ্রাপ্ত কামনা	সামিমা খাতুন	1
2	বিস্মৃতি	পূজা হালদার	2
3	জীবন যুদ্ধ	সাবনাজ পারভিন	2
4	মৃত্যু	অর্পিতা দাস	3
5	কোনো একদিন	নাসরিন সুলতানা	4
6	অবহেলা	নৌরিন আনসারি	5
7	শহীদ	পুষ্পা পাল	5
8	শোক	বাপি ঘোষ	6
9	দূরত্ব	রিমি দেবনাথ	6
1	ভালোবাসি	নীলিমা হালদার	7
1	অতিথি	পূজা দত্ত	7
1	নীল আবেগ	হাবিবা খাতুন	8
1	পথিক	মৌসুমি বিশ্বাস	8
1	স্মৃতি	জুলেখা আনসারি	9
1	কল্পনা	নাজমা সুলতানা	10
1	আক্ষেপ	মৌমিতা বিশ্বাস	11
1	মায়া	কল্যাণ মন্ডল	11
1	'জীবন এত ছোট কেন'	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	12
1	ষষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীদের বিদায় সম্বর্ধনা		13
2	ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কুইজ কম্পিপিটিশন		14
2	অমর একুশে- আন্তর্জাতিক আন্তর্জালিক আলোচনা চক্র-		15

অপ্রাপ্ত কামানা

আজ আমার ব্যালকনিতে একা চায়ের কাপ,
তার অফিস ফেরত রুমালে কেবলই ব্যস্ততার ধূলো-ময়লা।
আজ আমার আলমারি ভর্তি শাড়ি
কিন্তু তার আবেদনহীন উদাসীনতায় উবে গেছে পরার আগ্রহ!
আমিও কবে কবে শিখে গেছি চুল বাঁধার কৌশল।
আজ আমার প্রাসঙ্গিক কথাগুলো শোনার মত সময় কোথায় তার!
আর আমার ঠোঁটের নীচের তিলটা কবেই অনাদরে খসে পড়েছে,
সে খোঁজই তো সে রাখেনি।

হ্যাঁ, এই শহরে আমারও একটা প্রেমিক ছিল বটে। কিন্তু
আমি তখন জানতাম না যে,
সব প্রেমিকই একটা সময় পুরুষ হয়ে ওঠে।
জানতাম না, স্বামী শব্দের ময়নাতদন্তে কোথাও খোঁজ মেলে না প্রেমিকের।

সময়ের কাছে সবিনয় নিবেদন,
আমার প্রেমিককে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

সামিমা খাতুন ,ষষ্ঠ সেমিস্টার ,বাংলা বিভাগ

বিস্মৃতি

বৈঠকখানায় বাবার আরামচেয়ারটা পড়ে আছে–তাতে কিছু মাকড়সা জাল বুনেছে,
ফিঙ্গে, শালিকরা সেথা যাত্রাপথে দু'দণ্ড জিরিয়ে নেয়;
টিকটিকি দৌড়য়, উইপোকার খুটখাট,
পুরাতন ঘরের কঙ্কালসার।
মরা গাছ, তার গা বেয়ে ডাই পিঁপড়ের সারি।

সাত-সকালে উঠোনে মাদুর পাতা–বসেছে আমিন,
বাবার সমস্ত দলিলবৃত্তান্ত উপবিষ্ট।
ভাইয়ে ভাইয়ে প্রবল বাকবিতন্ডায়
গাছ থেকে ঝরে পড়লো ক'টা শিউলি ফুল।
বৌ-এ, ঝি-এও কম গেল না।

বৈঠকখানায় বাবার আরামচেয়ারটা
পড়ে আছে–সেথায় পড়েছে সকালের সোনা রোদ,
সেটারও আজ ভাগ বাটোয়ারা।

সুদূরে বেড়া পেরিয়ে বাবার আধভাঙ্গা কবর দেখা যায়,
অনাদরে ফুটেছে সেথায় অজস্র ঘাসফুল।
সেদিকে কেউ ফিরে চায়নি।
কেউ মনে রাখেনি, আজ বাবার চল্লিশা।

পূজা হালদার ,ষষ্ঠ সেমিস্টার ,বাংলা বিভাগ

জীবনযুদ্ধ

কোন এক বৃহস্পতিবারের দুপুরবেলা,
আমার বাড়ির পোষা কুকুরটার খুব মন খারাপ হবে।
ব্যালকনিতে রাখা ক্যাকটাসটা নেতিয়ে পড়বে ভীষণ অনাদরে।
এ্যাকোরিয়ামের মাছগুলো খাবারের জন্য একটুও উতলা হবেনা।
দেওয়াল ঘড়িতে রোজকার মত এ্যালার্মটাও বেজে উঠবে না।

ঠিক তখনই
যখন আমার লাশবাহী গাড়িটা বাড়ির সদর দরজায়,
তুমি তখন কাগজের দস্তখতে অন্যের অধিকারে।
আমার খাটিয়ার চারপাশে যখন স্বজনদের কান্নার আওয়াজে হাওয়া ভারী,
তখন তুমি নতুন চৌকাঠে পা বাড়িয়ে জীবনযুদ্ধে অনেকখানি এগিয়ে।

যখন ফরেনসিক বলবে, আমার মৃত্যুর কারণ পটাশিয়াম সায়ানাইড,
তখন চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আমার বিষণ্ন এক ভুল বলে মনে হবে!
কেউ না জানুক, তুমি তো জানো
আমার মৃত্যু কোন বিষক্রিয়ায় হবেনা;
আমার মৃত্যু হবে-

মৃত্যু

আমি চাই আমার মৃত্যুর দিন সারা শহরে কারফিউ চলুক।
রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের চেকপোস্ট বসুক,
বাড়ির বাইরে বের হওয়া নিষিদ্ধ নীতির অন্তর্ভুক্ত হোক।
সমস্ত দোকানপাট, মসজিদ-মন্দির, ইস্কুলবাড়ি বন্ধ থাকুক।
মানুষের স্বাভাবিক যাপনের অপেক্ষাগুলোর বয়েস বাড়তে বাড়তে
চুলে পাক ধরুক।
ধৈর্যরা ইস্পাত-দৃঢ় হয়ে উঠুক।
মৃত্যুভয়ে তবু কেউ ঘর থেকে বের না হোক।
আমি চাই আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে সবাই অনুপস্থিত থাকুক- সব্বাই!

যাতে আমি সেদিন বিরোধীদলের মত
রাষ্ট্রের দিকে আঙুল তুলে বলতে পারি;
তুমি আমায় শেষবারের মতও দেখতে আসোনি,
অবহেলায় নয়-
পরিস্থিতির শিকার হয়ে।

যেদিন আমায় প্রথমবার ছেড়ে গিয়েছিলে,
সেটা বুঝতেই আমার সময় লেগেছিল পুরো এক মাস।
তোমায় বলিনি,
ফেরার আনন্দে ভুলে গিয়েছি সব।
দ্বিতীয়বার যখন বুঝলাম তুমি আর আমার নও,
আমি কিছুদিন মানসিক বিকারগ্রস্ত ছিলাম,
কোন খাবারে আমার তেমন রুচি ছিল না।
প্রবল কান্নাতেও চোখে একফোঁটা জল আসতো না।
স্মৃতিগুলো তখন শটগান আর কার্তুজের মত
আঘাত করেছিল আমার লোহিত কণিকায়।
প্রতিশ্রুতিগুলো ত্বরিৎ-ফণার ছোবল মেরেছিল আমার নিলয় অলিন্দে।
তোমায় বলিনি,
ফেরার আনন্দে ভুলে গিয়েছি সব।

কিন্তু এরপর ক্রমাগত তোমার ছেড়ে যাওয়া
আমায় করে তুলেছে মৃত্যুঞ্জয়ী।
তোমায় বলা হয়নি,
এখন তোমার ছেড়ে যাওয়া আমায় খুব একটা কষ্ট দেয় না।
বলা হয়নি,
আমার ভেতরে জমানো অভিমানসমগ্রের আজ প্রথম রজতজয়ন্তী।
এখন তুমি ছেড়ে গেলে আমি আর কাঁদি না।
শুধু মাইলামের ডোজটা একটু বাড়িয়ে নিই এই যা।

আমাদের যেদিন শেষবারের মতো দেখা হলো,
সেদিন বুঝেছিলাম দীর্ঘশ্বাসের চেয়ে ভারী কিছু এই পৃথিবীতে নেই;

আমাদের যেদিন শেষবার কথা হয়,
সেদিন বুঝেছিলাম চুপ করে থাকা কতোটা কষ্টের।

শেষবার যেদিন দুজন দুজনকে ছুঁয়েছিলাম,
সেদিন বুঝেছিলাম আগুন কতোটা পোড়ায়;

শেষবার যেদিন দুজন মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিলাম,
সেদিন বুঝেছিলাম প্রস্থান কতোটা কঠিন।

অরপিতা দাস **,ষষ্ঠ সেমিস্টার ,বাংলা বিভাগ**

কোনো একদিন

একদিন সকাল হবে;
দু নলা গরম ভাত খাইয়ে দিয়ে মা তাড়া দেবে;
“স্কুলের দেরী হয়ে যাবে খোকা”।

একদিন সকাল হবে
জুঁইফুলের ঘ্রাণ মেখে অবন্তী কলেজে আসবে,
আমি ফের হাঁটু গেড়ে বসে বলে দেবো,এই শেষবার, ভালোবাসি বলো,নাহলে সত্যি বলছি নির্বাসনে যাবো।

একদিন সকাল হবে;
ক্যাফেটেরিয়াতে বয়ে যাবে তর্কের ঝড়,
ক্যান্টিনে শিঙাড়ার সাথে পেঁয়াজ দেওয়া হচ্ছেনা বলে অনশনে বসবে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়।

একদিন সকাল হবে;
অফিসের বস কে জ্বরের অজুহাত দেখিয়ে চলে যাবো সমুদ্রে;
আহা সমুদ্র,তুমি কী আমার বউয়ের চাইতেও বেশী রহস্য ধরে রাখো?

একদিন সকাল হবে,
নাতিকে সাথে নিয়ে মর্নিংওয়াকে বের হবো,
নাতনীর হাতে বানানো পায়েসে খুঁজবো পুরোনো কোনো স্মৃতি।

যাবতীয় রোগ শোক ভুলে যাবো বেমালুম,
নিয়মের ব্যকরণ কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে প্রমাণ করে দেবো;
মানুষ ও পাখি হতে পারে।

নাসরিন সুলতানা **,দ্বিতীয় সেমিস্টার , ,বাংলা বিভাগ**

অবহেলা

আমার বুকের ভেতরবাড়িটা মর্গের মতো শীতল;
চারটে লাশ শুয়ে আছে ওখানে,সবগুলোই আমার।
আমি প্রথমবার মারা গিয়েছিলাম অবহেলায়,
দ্বিতীয়বার মরেছিলাম প্রতিশ্রুতির অকালমৃত্যুতে,
তৃতীয়বার আমাকে খুন করেছিলো একজন বিশ্বাসঘাতক ;
চতুর্থবার মরেছি স্বেচ্ছায়।

আমার বুকের ভেতরবাড়িটা মর্গের মতো শীতল,
ওখানে চারটে লাশ;
ওদের ময়নাতদন্ত হয়নি।

নৌরিন আনসারি ,দ্বিতীয় সেমিস্টার , ,বাংলা বিভাগ

শহীদ-

পুস্পা পাল ,তৃতীয় সেমিস্টার

এই শহরে আমি অভাব বলতে যা বুঝি
আমি তাদের নাম দিয়েছি ভালোবাসা;
এই শহরে আমি ঘৃণা বলতে যা বুঝি
আমি তাদের নাম রেখেছি সম্পত্তি,মালিকানা।
এই শহরে যা কিছু অভ্যেস,যা কিছু ভাবায় খুব;
তাদের আমি স্মৃতি বলি।
এই শহরে যারা বুঝেও না বোঝার ভান করে নিজের বোঝা চাপিয়ে দেয় অন্যের ঘাড়ে,
তাদের আমি গনতন্ত্র বলি।
এই শহর যখন জল থৈ থৈ,বজ্রপাতে কান ঢাকা দায়,
তখন জলের মানে মিছিল বুঝি,বজ্রপাত কে শ্লোগান ভাবি।

এই শহরে, একমুঠো ভাতের জন্য যারা মরে যায়
তাদের আমি শহীদ বলি।

শোক

বাপি ঘোষ ,তৃতীয় সেমিষ্টার

আমার শোকসভায় সভাপতিত্ব করুক কোনো বিপত্নীক একলা চড়ুই;
চড়ুই এর চাইতে আর বেশী কেইবা জানে,ঘর ভেঙে যাওয়ার দুঃখ।
আমার শোকশভায় দীর্ঘশ্বাস ফেলুক শতাব্দীর সবচাইতে প্রাচীণ অশ্বথ,
সেই দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে যাক আমার প্রেমিকার উঠোনে,অন্তত একটা দ্বিপ্রহর তার মন খারাপ থাকুক।

আমার শোকসভায় সমাপনী বক্তব্য পেশ করতে দেওয়া হোক আমার সবচাইতে কাছের শত্রুটিকে,
অকপটে সে বলে ফেলুক আমি কতটা উন্মাদ ছিলাম।
আমার শোকসভায় কান্নার আওয়াজ তুলুক আমার এলাকার বৃদ্ধ কুকুর টা,
ওর কান্নায় অন্তত কোনো ভান থাকবেনা।

আমার শোকসভা কোনো ডাস্টবিনের পাশে হোক,
ছড়িয়ে যাক দুর্গন্ধ,সভ্য মানুষেরা অজুহাত দেখিয়ে চলে যাক সভা শেষ হওয়ার আগেই।

আমার শোকসভায় বৃষ্টি হোক;
বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে সভা পন্ড হয়ে গেলেও এককোণায় বসে থাকুক একটা শহুরে কাক;
যদি এক টুকরো মাংস অন্তত জোটে।

দূরত্ব

রিমি দেবনাথ , দ্বিতীয় সেমিষ্টার

যে ভালোবাসাগুলোকে অযত্নে অবহেলায় নির্বাসন দিয়েছিলাম দুজনে,
আজ এ অবেলায় হন্যে হয়ে এক মনে কেবল তাদেরই যাই খুঁজে!
যে ভালোবাসাকে নিয়ম করে পায়ে ঠেলেছি দুজনে,
আজ এ অবেলায় তাদেরই খুঁজে যাই কি ভীষণ প্রয়োজনে!
যে প্রনয়ের মাঝে দূরত্বের বাসা বানিয়েছিলাম যতন করে,
এ অবেলা জুড়ে সেই প্রনয়ের নামেই এক আকাশ হাহাকার জমে।
এক জনমের যত অভিমান লিখে দিয়েছিলাম যে ভালোবাসার নামে,
সে সব ভুলে তবুও আবার এ অবেলায় একটুখানি ভালোবাসতে বড্ড ইচ্ছে করে!

ভালোবাসি

নীলিমা হালদার, **তৃতীয় সেমিস্টার**

ভালোবাসি তোর
পাগলামীর আড়ালে লুকিয়ে থাকা ছল,
ভালোবাসি তোর
মলিন মুখে বলা-একটিবার শুধু ভালোবাসি বল।
ভালোবাসি তোর
মায়ায় ভরা আদরের ডাকখানি,
ভালোবাসি তোর
জানা-অজানা ভুল অভুল বাণী।
ভালোবাসি তোর
কালো ঠোঁটের অবুঝ বোকা হাসি,
ভালোবাসি তোর বলা ওই ভালোবাসি ভালোবাসি ।

অতিথি

পূজা দত্ত, তৃতীয় সেমিস্টার , বাংলা বিভাগ

জীবনে কিছু মানুষ আসে অতিথি পাখির মতন ,
তারা ঠিক শীতেই আসে আবার শীত শেষে চলেও যায় ।
মাঝখানে শুধু কিছু স্মৃতি ফটোফ্রেমে বন্ধি করে
দিয়ে যায় কিছু শৌখিন মানুষের কাছে।
সেই স্মৃতিকে অমলিন রাখতে সে মানুষটি
যত্ন করে তার ঘর সাজায় ধারনকৃত
প্রতিচ্ছবিতে না হয় এ্যালবামের পরতে পরতে ,
আর এদিকে শীত শেষে পাখি তার নিজ
গৃহে ফিরে নতুন আনন্দে মেতে উঠে ।
প্রকৃতির নিয়মটা আসলেই বড্ড অদ্ভূত
আর খেয়ালিপনায় ভরা।
কেউ এসে কিছু সুন্দর মূর্হুতও দিয়ে গেল
আবার যাবার বেলা শূন্যতাও উপহার দিলো
এই আসা যাওয়ার মাঝখানে কে কি পেলো
আর কে কি হারালো বোঝা গেলো কি ?

নীল আবেগ

হাবিবা খাতুন , ,ষষ্ঠ সেমিস্টার ,বাংলা বিভাগ

নীল আকাশ ছুঁয়ে আছে
অবুঝ কালো মেঘ,
নীল নদে বয়ে যায়
নীল ধারার বেগ।
নীল ফুলে ছুটছে কত
নীল প্রজাপ্রতি,
নীল আলোয় ভেসে যায়
নীল রঙের দ্যোতি।
নীল শাড়ি পড়ে দেখ
নীলাচল মেয়ে,
নীল মাখা আবরনে
নীল রঙে ছেয়ে।
নীলাচলের নীল আবেগ
বিছিয়ে দিলাম তোকে,
নীল পরীর নীল ডানায়
নীল নদের বাঁকে।

পথিক

মৌসুমি বিশ্বাস, দ্বিতীয় সেমিষ্টার , বাংলা বিভাগ

এই জীবনটার সাথে যতবার বন্ধুত্ব করতে চেয়েছি,
সে তত বার আমার সাথে শত্রুতা করেছে ।
যতবার সাজাতে চেয়েছি,ততবার এলোমেলো করে দিয়েছে।
কি চায় সে আজো বলেনি,কি অপরাধ আমার কখনও বুঝিনি।
বারবার তার পায়ে মাথা ঠুকেও বোঝাতে পারিনি আমি কি চাই,
পথিক কোন পথে যাবে তা পথিকেরই ঠিক করা উচিত-
এই স্বাধীনতাটুকুও কখনও পাইনি তার কাছ থেকে ।
একগুঁয়ে আর রগচটা জীবনটা শুধু নিজের মত করেই চললো।
না কখনও কোন প্রশ্নের উত্তর দিলো,না কোন কথা মানলো,
না মানার ইচ্ছাটুকুও অন্তত পোষন করলো।
রসকষহীন এই জীবনটাকে ভালোবাসবো না তাচ্ছিল্য করবো
অতটুকু বোঝার আগেই নির্বোধ বানিয়ে বসিয়ে রাখলো আবার।
আমার বোঝা কিংবা না বোঝায় তার কিছু আসা-যাওয়ার কথা না,
তবুও অবচেতনে একমনে অনুভূতিহীন এই জীবনের অর্থ খোঁজার
বৃথা প্রয়াশ দেখে হতাশ হই মাঝে মাঝে, প্রতিবারই দেখি
আর কিছু পাক বা না পাক নিমর্মভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা
এক নি:স্ব পথিককের সন্ধান পায় করুণিমা আত্মাটি।
বড্ড অনুগ্রহ জাগে তখন !এই-ই কি তবে নিয়তির খেলা ?

স্মৃতি

জুলেখা আনসারি ,দ্বিতীয় সেমিষ্টার , বাংলা বিভাগ

সুখের ধবল পায়রাটাকে উড়িয়ে দিলাম আজ,
নতুন বছর আসবে বলে নতুন সবার সাজ।
তবুও আমার মনের মাঝে পুরনো সেই সুর বাজে,
স্মৃতির পাতায় আছে পড়ে কত কারুকাজ ।
এই না নতুন গত হবে আসবে যত কাল,
এমনি করে জীবনটাতে কাটবে কত সাল!

শৈশবেরি স্মৃতিগুলো নাচে ময়ূর ঢঙে,
কিশোর বেলার স্বপ্নগুলো আছে নানান রঙে,
যৌবনেতে এসে এখন ভাবছি হলো কি ?
ছিল ভালো দিনগুলো ফিরে পাবো কি ?

হেলা ফেলায় কাটিয়েছি গেল বছর যত,
সাদা সুতোয় উড়িয়েছি রঙিন ঘুড়ি কত ?
আর কি হবে তাদের পাওয়া সঙ্গী ছিলো যারা?
কেমন করে কাটবে দিন এই বন্ধুদের ছাড়া?

ঝগড়া আর রাগ করে ভেঙে খেলার জুটি,
বেলা গেলে মান ভুলে হেসে হতাম কুটি।
নতুন এই জীবন মাঝে আসবে বন্ধু ভালো,
পুরনো সেই বন্ধুটাকে পাবো কোথা বলো ?

শিউলি তলে কুড়াতাম ফুল, গাঁথতাম কত মালা,
সুখের সেই দিনগুলোতে ঝুলছে এখন তালা।
বাস্তবতার মাঝে আজ পড়ে গ্যাঁড়াকলে,
হারিয়েছে অনুভূতি আর সুখের বন্ধুরে ।
আজকে এই শুভ দিনে ভেবে হচ্ছি হারা
কেমন করে কাটায় রাত পূর্ণিমাকে ছাড়া ।

কল্পনা

নাজমা সুলতান, দ্বিতীয় সেমিষ্টার , বাংলা বিভাগ

তোমায় আমি দেখি নি কখনও;
তবুও কল্পনাতে তুমি আসো রোজ রাতে,
তোমার কন্ঠ শুনিনি কখনও;
তবে অনেক কথা বলেছি তোমার সাথে।

কখনও ছুঁয়ে দেখার সৌভাগ্য হয়নি তোমায়,
তবুও, আমার অস্তিত্বে মিশে আছো তুমি।
তোমার পানে পরেনি কখনও দৃষ্টি আমার,
তবুও আজো চোখ ফেরাতে পারি নি ।

ভুলতে চাইনি কখনও ভুল করে হলেও,
একি ভুলে ফেলেছো আমায় ভুলে ?
শুনেছি মানুষ শত সহস্র বার,
এই একই ভুলটাতে আত্মসমর্পণ করে ।

কখনও মনে হয়নি প্রয়োজন বলার
ভালোবাসি তোমায় এত,
বলছে সবাই, বেহিসেবী এই
ভালোবাসাই নাকি কৃত্রিমতা বিবর্জিত ।

বেনামী এই ঝড়া কাব্য আজ
শুধুই রচেছি তোমার তরে,
এত মানুষের ভিড়ে কি তুমি
পারবে নিতে তোমার করে ?

আক্ষেপ

মৌমিতা খাতুন , দ্বিতীয় সেমিষ্টার , বাংলা বিভাগ

এক মুঠো বারুদ পকেটে রাখি.
মাঝে মধ্যে মিছিলে ছুড়ে মারি..
দুঃস্বাসন পুড়ে ছাই হয়...
হাতের ভেতর একটা সন্ধি রাখি..
মাঝে মধ্যে মানুষের ভেতর প্রসারিত করি..
কেউ কেউ বন্ধু হয়....
চোখের ভেতর কিছু স্বপ্ন রাখি..
মাঝে মধ্যে দেখায়..
কেউ কেউ উদাস হয়...
মুখের ভেতর এক দলা ঘৃনা রাখি..
মাঝে মধ্যে থুতু ফেলি...
কেউ কেউ নিহত হয়...
একট টুকরো আগুন পকেটে রাখি...
মাঝে মধ্যে ভালোবাসার মুখে আগুন ধরাই
আমার সুখটানে ভালোবাসা পুড়ে ছাই হয়..

মায়া

কল্যাণ মন্ডল, দ্বিতীয় সেমিষ্টার , বাংলা বিভাগ

প্রিয় অনিন্দ্য,
আমাদের বেখেয়ালি গল্পটা কবে শুরু হয়েছিল মনে আছে তোমার?
ঘটা করে কোন দিন-তারিখের হিসেবে নয়,
বলতে পারো নয়টি বছরের বড্ড তৃষ্ণার্ত, মৃতপ্রায় এক গুচ্ছ আগাছা হয়ে বেড়ে উঠেছিলাম আমরা, নিজেদের জীবনে।
সেই নিয়ম ভাঙার বয়সে,
পাঁচিল টপকে স্কুল পালানোর দিনে,
বুক পকেটের অসংখ্য ভুল বানানে ভর্তি চিঠিটা দিয়েই তো আমাদের গল্পের সমাপ্তির ঠিক প্রথম শুরুটা ছিল, তাইনা?
কবিতায় যতবার সংসার পেতেছিলাম তোমার সাথে,
বাস্তবে তার চেয়েও বহুবার গুটিয়ে নিয়েছি মন,
এইতো সেদিনই,
আমার দু'হাতের মুঠোভর্তি সোনালি রঙের অবাধ্য আলো হয়ে যেন ছিলে তুমি,
যার বিকেলের রোদ পড়ে আসা সময়ে,
ব্যয়বহুল অবসরের ভাগীদার হতাম অল্পক্ষণ।
তোমার ধূসর রঙা চোখের উপর আবছা কালো চাঁদরে জড়ানো চুলগুলোকে সরাতে সরাতে ভুলেই গিয়েছিলাম,
তোমার আর মায়া পুষে রাখার ইচ্ছে নেই।

বাংলা বিভাগ আয়োজিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের -জীবন এতো ছোট কেনে"(সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান)

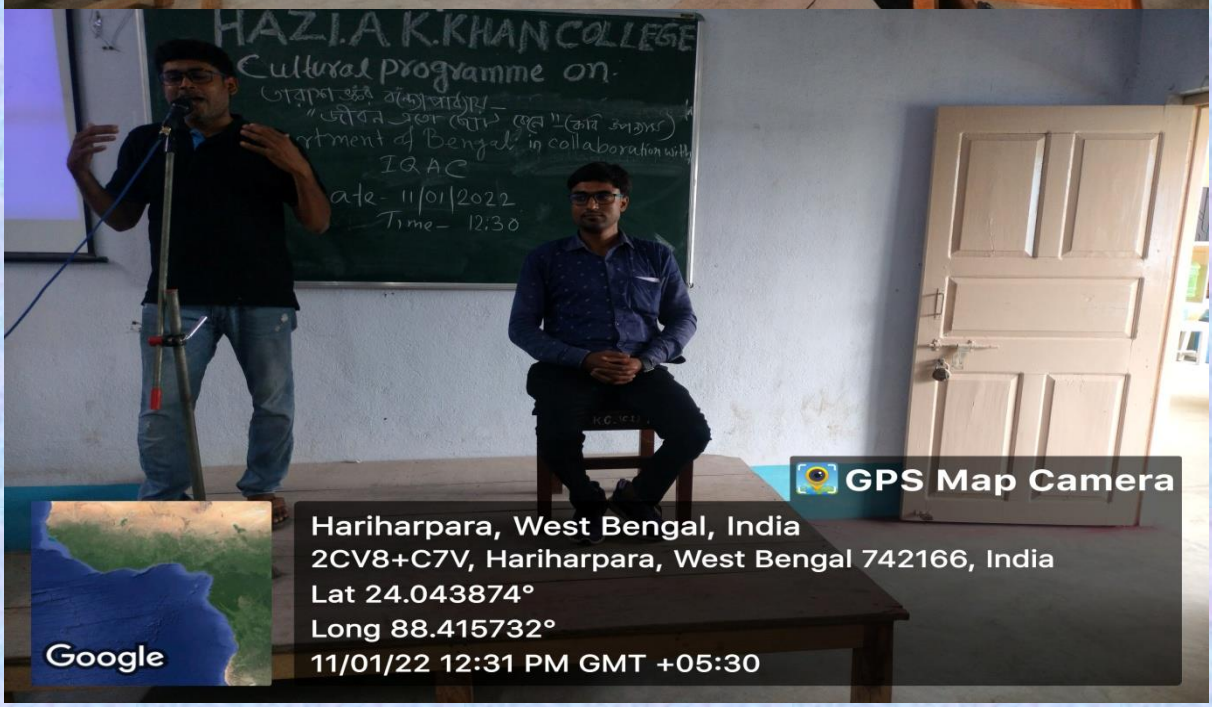

ষষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীদের বিদায় সম্বর্ধনা (২০২২)

ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কুইজ কম্পিপিটিশন(২০২২)

অমর একুশে- আন্তর্জাতিক আন্তর্জালিক আলোচনা চক্র